২২-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই পুরাতন দুনিয়া এবং পুরাতন মঞ্চ থেকে মন উঠিয়ে নাও। তোমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, তাই ঘরকে স্মরণ কর"

প্রশ্ন:- নিজের স্থিতিকে ভালো করার জন্য কোন্ বিষয়ে খুব মনোযোগ দিতে হবে?

উত্তর:- ভোজনের বিষয়ে। বুদ্ধিমান বাচ্চারা যোগযুক্ত থেকে নিজের হাতে ভোজন বানাবে এবং খাবে। যদি কেউ বাবাকে স্মরণ করে, ভালোবাসার সাথে ভোজন বানিয়ে খায়, তাহলে তার স্থিতি খুব ভালো হওয়া সম্ভব। বাবার স্মরণে থেকে ভোজন বানালে, বাবাও তার সুবাস নেবেন। সেবাধারী বাচ্চাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। সকল প্রকার সেবা নিজের হাতে করতে হবে।

গীত:- মুঝকো সাহারা দেনে ওয়ালে... (হে আমাকে সাহারা প্রদানকারী, তোমাকে আমার অন্তর বলছে ধন্যবাদ...)

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারাও জানে যে আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মা বাবার কাছ থেকে শুনছি। আগে তোমরা সৎসঙ্গে গেলে এইরকম ভাবতে না যে আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে শুনছি। এখানে তো বাচ্চারা বাবার সম্মুখে এবং বাবা বাচ্চাদের সম্মুখে আছেন। বাবাও নিরাকার, এবং আত্মাও নিরাকার। কত ঢের ঢের বাচ্চা। বাবা ছাড়া তো এইসব আর কেউ বলতে পারবে না। বাবার সামনে যেসব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা রয়েছে, তাদেরকেই বাবা বোঝাচ্ছেন। তোমরা জানো যে এই সময়ে সবাই পাপ আত্মা। এটা মোটেই পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া নয়। সত্যযুগকে পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। এখন তোমাদের মত বাচ্চাদেরকে বেহদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এখন বাবা বলছেন, এই পুরাতন দুনিয়াতে দেহ সহিত যা কিছু রয়েছে, সেই সবকিছুকে ভুলতে হবে। সেইসবের প্রতি বৈরাগ্য আসা উচিত। এটাই হল বেহদের বৈরাগ্য। তোমাদেরকে জঙ্গলে যেতে হবে না, ঘর-গৃহস্থেই থাকতে হবে। কিন্তু এই পুরাতন দুনিয়াকে অন্তরে স্থান দেওয়া যাবে না। এটা হল কলিযুগের মঞ্চ। এই মঞ্চেই যখন সত্যযুগ ছিল, তখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। তারা অভিনয় করত। এখন এই মঞ্চ পুরাতন হয়ে গেছে। সত্যযুগকে পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। তোমরা এখন এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ, সেই সবকিছু হল পুরাতন জিনিস। যদি এই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করতে চাও, তাহলে এই পুরাতন দুনিয়াকে অন্তরে স্থান দিও না। অন্তরে নুতন দুনিয়াকে স্থান দিতে হবে। এখন তো এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করে আমাদেরকে ফেরৎ যেতে হবে। খুশি হওয়া উচিত যে বাবা পুনরায় আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। পুনরায় আমাদেরকে স্বর্গে গিয়ে অভিনয় করতে হবে। তাই ঘর-গৃহস্থে থাকলেও মোহ রাখা যাবে না। পুরাতন দুনিয়াকে তো কবরস্থান হতেই হবে। অভিনয় শেষ করার পর নাটকের অভিনেতা তার ঘরের কথা মনে করে। তোমরাও জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরা ৮৪ জন্ম ধরে অভিনয় করেছি। তাই ৮৪ চক্র বলা হয়। বর্ণগুলোও স্মরণ করতে হবে। শিববাবা বসে ফুলগুলোকে দেখছেন। এনার আত্মাও দেখেন এবং বাবাকেও স্মরণ করেন - বাবা আমাদেরকে এই জ্ঞান শুনিয়েছেন। তিনিই হলেন বাবা, টিচার এবং সদগুরু। তাঁর হাতে কোনো শাস্ত্র নেই। বাচ্চারাও বলবে - শিববাবা আমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান শুনিয়েছেন, সেটাই আপনাকে শোনাচ্ছি। তখন সদগুরুর কথাই স্মরণে আসবে এবং সমগ্র জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিও স্মরণে আসবে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা

ওখানে অঙ্গহীন অবস্থায় থাকি। বাবা তো সদাই অশরীরী। এখন তিনি আমাদেরকে এই শরীরের দ্বারা আগের কল্পের মত শিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা হলাম আত্মা। পূণ্য-আত্মা অথবা পাপ-আত্মা বলা হয়, কিন্তু পাপ বা পূণ্য-পরমাত্মা বলা হয় না। সন্নাসীদেরকে মহান আত্মা বলা হয়। পরমাত্মা যদি সর্বব্যাপী হন, তাহলে তো মহান পরমাত্মাও বলা উচিত। এটা তো কখনোই সম্ভব নয় যে পরমাত্মা বসে বসে যজ্ঞ-তপস্যা ইত্যাদি করবেন। ভক্তরা ভগবানকে খোঁজে। নাটকের মধ্যেই এইরকম ভক্তিমার্গের দৃশ্য রয়েছে। পুনরায় তোমাদেরকে ২১ জন্ম সুখ ভোগ করার পর ৬৩ জন্মের জন্য ভক্তিমার্গের চক্রে আসতে হবে। তোমরা জানো যে আমাদের ভূমিকা সবার থেকে আলাদা। প্রত্যেক অবিনাশী আত্মা-ই অবিনাশী ভূমিকা পেয়েছে। শরীরটার তো মৃত্যু হয়ে যায়। আত্মারাই বলে যে আমি ৮৪ জন্ম ধরে অভিনয় করেছি। এখন আমাদেরকে অভিনয় সমাপ্ত করে এই বস্ত্রটাকে ত্যাগ করতে হবে। এর প্রতি মোহ রাখা যাবে না। আত্মাই সবকিছু করে। আত্মাই পড়াশুনা করে এবং এই অঙ্গের দ্বারা বলে- আমি এতকিছু পড়েছি। আত্মা বেরিয়ে গেলে এই শরীরটাকে লাশ বলা হয়। আত্মা বলে- আমি হলাম অমর। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে এই বেহদের নাটকে আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের অনেক অভিনেতা রয়েছে। ভারতের অনেক মহিমা। খ্রিস্টানরাও ভারতকে সম্মান করে। তারা মানে যে ভারতই হল প্রাচীন। সেইসময় কোনো খ্রিস্টান ছিলনা। কিন্তু ওরা কেবল মুখেই বলে যে ভারত হল সর্বপ্রাচীন, আসলে তো কিছুই জানে না। ওখানে তো দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, যাদেরকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। গড কৃষ্ণ বলা হয় না, লর্ড কৃষ্ণ বলা হয়। কৃষ্ণ অথবা দেবতাদের পুরাতন চিত্রের চাহিদা রয়েছে। কারণ দেবী-দেবতারা হল সবার থেকে বড়। ভারতের অনেক মহিমা। গীতাতে যদি নাম পরিবর্তন করা না হত তাহলে সবাই জানত যে এই ভারত ভূমিই হল আমাদের অর্থাৎ সকল মনুষ্য আত্মার পিতার জন্মস্থান। শিবের মন্দির যেখানে সেখানে রয়েছে। পতিত-পাবন বাবা পতিত দুনিয়াতে এসেই সবাইকে পবিত্র বানান - তাই তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। মহিমা করে বলা হয়- শিবায় নমঃ, তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক... তুমি হলে জ্ঞানের সাগর, তোমার মতি-গতি সম্পূর্ণ আলাদা, তোমার মহিমা অপরামঅপার। কিন্তু তাঁকেই ভুলে যায়। তাই ভারতের মহিমাও চাপা পড়ে গেছে। বাচ্চারা এখন বিদেশে গেলে তাদেরকে বোঝাতে হবে- যিনি সকল আত্মাদের পিতা, তিনি আসলে নিরাকার। তোমরা গড ফাদারকে স্মরণ কর, কিন্তু তিনি কখন আসেন সেটাই তো জান না। ইউরোপবাসী যাদবরাও জানে যে আমরা যেসব মুষল (মিসাইল) বানিয়েছি সেগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের বংশের-ই বিনাশ হবে। মহাভারতের লড়াই সুপ্রসিদ্ধ। মৃত্যু অতি নিকটে। ভারত যেহেতু অতি প্রাচীন, তাই অনেকেই এর সহযোগী হয়েছে। তারা মনে করে ভারত খুব ধনবান ছিল। এত সম্পত্তি ছিল যে পরবর্তী কালে মুসলমানেরা হীরে-মানিক ইত্যাদি নিয়ে গেছে এবং সেগুলো দিয়ে তাদের সমাধিকে অলঙ্কৃত করেছে। বাচ্চারা জানে যে ভারতে বরাবর দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন আমরা পুনরায় সেই রাজত্ব নিচ্ছি। যোগবল ব্যতীত কেউই বিশ্বের মালিক হতে পারে না। খ্রিস্টানরা তো আসলে একটাই ধর্মের, কিন্তু নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজের কুলকেই বিনষ্ট করছে। যাদববংশীরা মুষলের (মিসাইল) দ্বারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। তারা জানে এটাও যে বোমের দ্বারা সমগ্র দুনিয়াটাই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমরা আর রাজত্ব করতে পারব না। তোমরা জান, দুটো হনুমান লড়াই করবে, আর মাঝখান থেকে মাখন পাব আমরা। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ। তোমাদের মত বাচ্চাদের এখন এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসা উচিত। কারণ তোমরা জানো যে এই সবকিছু এখন বিনষ্ট হবে। কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। করবস্থানকে স্মরণ করে আর কি হবে? কবরস্থানের বিনাশ হয়ে পরীস্থান হবে। সত্যযুগে এই ভারতেই হীরে-

মানিকের খনি ছিল। এখন তো সেইসব কিছুই নেই। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে যে কিভাবে বিমানে করে সোনা ইত্যাদি নিয়ে আসত। গোটা সৃষ্টিটাই নুতন হয়ে যাবে। ওখানে কত ভাল ভাল ফুল ফল হবে। ওখানে সবকিছুই ভালো মানের হবে। নোংরা করার মত কিংবা দুঃখদায়ী কোনো কিছু সেখানে থাকবে না। তাই তাকে স্বর্গ বলা হয়। সুতরাং একজন প্রেমিক সকল প্রেমিকাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। শরীর তো সকলেরই বিনাশ হয়ে যাবে। এইসব হোলি ইত্যাদি আসলে এখানকার উৎসব। কিন্তু তার যথাযথ মহত্ব কেউই জানে না। রাখিবন্ধন উৎসব এবং রাবণ পোড়ানোর উৎসবও পালিত হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে সমগ্র দুনিয়াটাই এখন রাবণের ঘর। সবাই শোক বাটীকায় আছে। সবাই কত দুঃখী। তাই এইসবের প্রতি মমত্ব রাখা যাবে না। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি। তাই ঘরকেই স্মরণ করতে হবে। সত্যযুগে যখন শরীরটার বয়স হয়ে যাবে, তখন ভাববে যে এবার এই পুরাতন শরীরটা ছেড়ে নুতন শরীর নেব। তোমরা এখন বুঝেছ যে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তাই এই দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানে না। ওরা তো বলে- আত্মাই হল পরমাত্মা, পরমাত্মা-ই হলেন আত্মা। বাবা বোঝাচ্ছেন, এইগুলো হল মিথ্যা। যদি ভক্তই ভগবান হবে, তাহলে ভগবানকে স্মরণ করে কেন? পতিত-পাবন রূপে কেবল নিরাকার বাবার গায়ন করা হয়। তিনি বলেন, আমাকে এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। তারপর এই দুনিয়াকে এবং তোমাদেরকে অর্থাৎ সকল বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাই। সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওখানে পরমধামে তো সব আত্মারা পবিত্রই থাকে। তারপর এখানে সতো, রজো এবং তমো অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে অন্তিমে পতিত হয়ে গেছে। এটা হল সবার অন্তিম জন্ম। লক্ষ্মী-নারায়ণও এখন অন্তিম জন্মে আছে। কেবল বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। এই সৃষ্টিচক্রকে বুঝতে পারা খুবই সহজ। মাতারাও এই গোলার চিত্রের দ্বারা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। এরজন্য কেবল বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। ছবির সাহায্যে বোঝানো খুবই সহজ। বাবা ছাড়া আর কেউ এই নলেজ বোঝাতে পারবে না। অন্য কারোর কাছে এইসব ছবি নেই। এইসব ছবির খুব কদর হবে। বাবা বলেন, যারা খুব শিক্ষিত তাদেরকে এইসব ঝাড়, ত্রিমূর্তির ছবি পাঠাও। বিদেশেও পাঠাও। এইগুলো দিয়ে ফার্স্টক্লাস সার্ভিস হওয়া সম্ভব। কারোর কাছে ব্যক্তিগতভাবে গিয়েও বোঝাতে পার। এটাও তো নলেজ, তাই না? কলেজেও এটা শেখানো উচিত। তাহলে তারা বেহদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির জ্ঞান পাবে। যে ব্রাহ্মণ কুলের হবে, তার বুদ্ধিতে তীর লেগে যাবে। বাবা বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বাচ্চাদের মধ্যে যদি জোশ আসে তাহলে ঠান্ডা সোডা ওয়াটারের মত হয়ে যায়। বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে এইসব চিত্র দাও। চিত্র পাঠালে তবেই তো কারোর তীর লাগবে, তাই না? বিদেশের বড় বড় ব্যক্তিদেরকে ফ্রিতে দাও। বেহদের বাবা বলছেন, তোমরা ফ্রিতেও দিতে পার। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে ট্রামে-বাসে যাকে পাবে তাকেই দিয়ে দেবে। সে যোগ্য কিনা সেটাও তো দেখতে হবে। এইগুলোর মধ্যে খুব ভালো জ্ঞান রয়েছে। বড় বড় দোকানেও দিতে পার। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের সেবা করতে হবে। প্রত্যেকের নিজ নিজ সেবা রয়েছে। মাতদেরকেও ঘরের মধ্যে সেবা করতে হবে। ছবির সাহায্যে ভালোবেসে বোঝাও। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ছবি দেখিয়ে বোঝানো হয়। কেউ ৪ মাসের বাচ্চা, কেউ ৬ মাসের বাচ্চা, কেউ আবার ২ মাসের। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে কিভাবে ৮৪ জন্ম নেওয়া হয়। এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি, এরপর দেবতা হব, তারপর ক্ষত্রিয় হব। এইভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। তোমরা পারলৌকিক পিতার সাথে কথা বল। এটাই হল বিচার সাগর মন্থন করা। যত সার্ভিস করবে, তত পুরস্কার পাবে। তোমরা এখন গডলি সার্ভিসে রত। বাবা বলেন - ঘর-গৃহস্থও সামলাও, কিন্তু ৮ ঘন্টা এই সেবাও কর। তোমরা বেহদের খাজনা পাও। সারাদিন বুদ্ধিতে এই স্ব-

দর্শন চক্র ঘোরানো উচিত। ৮৪ জন্মের চক্র স্মরণে আসা উচিত। এইটা কেন ভুলে যাও? যত স্মরণ করবে, ততই বাবার গলার হার হবে। তারপর বিষ্ণুর গলার হার হবে। প্রতি মুহূর্তে বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়। এখানে ধারণা ভালো হবে কারণ কোনো আত্মীয়-বন্ধুরা নেই। তাকেই সার্ভিসেবল বলা যাবে যে সারাদিন সেবারত থাকে, বাবার মুরলি শোনে, রিপিট করে, তারপর নোট করে। টিচাররা মনে করে যে আমাদের স্কুল থেকে যদি অনেকজন পাস করে বেরোয় তাহলে গভর্নমেন্ট হয়তো পুরস্কার দেবে। তোমাদেরকেও এইরকম ভাবতে হবে যে আমিও ভালো ভালো বাচ্চাদের অনেক বড় গ্রুপ তৈরি করে বাবার কাছে নিয়ে যাব। তাহলেই বুদ্ধিমান বলা হবে। কেউ যদি পরিশ্রম না করে তাহলে রিপোর্ট আসে। আরাম প্রিয়তা খুবই ক্ষতিকর। টিচারদেরকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে যাতে তারা ১০টা সেন্টার সামলাতে পারে, এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। ৫-৬ ঘন্টা ঘুম যথেষ্ট। বাকি সময়ে পরিশ্রম করতে হবে। যারা খুব বুদ্ধিমান বাচ্চা, তারা ভোজনও নিজের হাতে বানানোর চেষ্টা করবে। বাবাকে স্মরণ করে ভালোবাসার সহিত ভোজন বানিয়ে খেলে তার স্থিতি খুব ভালো থাকবে। বাবাও চান যে নিজের হাতে ভোজন বানাও। বাবাকে স্মরণ করে বানালে বাবাও তার সুবাস নেবেন। বাবার স্মৃতির দ্বারা খুব ভালো উন্নতি হবে। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাক। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের সাথে অথবা পারলৌকিক পিতার সাথে কথা বলে এবং বিচার সাগর মন্থন করে বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

২) এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। এটা হল শোক বাটীকা। এর ওপর মমত্ব রাখা যাবে না। নুতন দুনিয়াকে অন্তরে স্থান দিতে হবে।

বরদান:- অনেক রকমের আগুন থেকে নিজেকে এবং সবাইকে বাঁচাতে সক্ষম সত্যিকারের দয়ালু হও।

বর্তমানে মানুষ অনেক রকমের আগুনে জ্বলছে। অনেক রকমের দুঃখ, চিন্তা, সমস্যা ইত্যাদি যেসব বিভিন্ন ধরনের আঘাত দ্বারা আত্মারা আজ আহত, সেইগুলো আগুনের মত জীবিত অবস্থায় জ্বলতে থাকার অনুভব করায়। কিন্তু তোমরা এইরকম জীবন থেকে বেরিয়ে কত শ্রেষ্ঠ জীবনে এসেছ, তোমরা এখন শীতল সাগরের তীরে বসে আছ। অতীন্দ্রিয় সুখ এবং শান্তির প্রাপ্তিতে লীন হয়ে আছ। তাই দয়ালু হয়ে অন্য আত্মাদেরকেও অনেক রকমের আগুন থেকে রক্ষা কর। গলিতে গলিতে জ্ঞান-স্থান বানিয়ে সবাইকে তাদের ঠিকানা দর্শাও।

স্লোগান:- যার কেবল বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা আছে, সে সহজেই অশরীরী হতে পারে।